মানবিক কর্মকাণ্ডে কোনো ঋণ নয়। বাংলাদেশে আর ঋণ চাই না। তহবিলে স্বচ্ছতা, ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস, মর্যাদাপূর্ণ রোহিঙ্গা সাড়াপ্রদান কর্মসূচি

শরণার্থী সংকট মোকাবেলায় ঋণ?

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে এসে দাঁড়ায়। নদী ও সমুদ্র পার হতে গিয়ে নারী ও শিশুসহ শতাধিক প্রাণহানী ঘটে। মানবিক দিক বিবেচনায় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুরোধে বাংলাদেশ এই প্রায় দশ লাখ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়াতে আশ্রয় দেয়।

টেকনাফ ও উখিয়াতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যেখানে পাঁচ লক্ষেরও কম, সেখানে দশ লক্ষাধিক স্থানান্তরিত অধিবাসীর আবাসন ও তাদের জন্য আয়োজিত মানবিক কর্মসূচি পরিবেশ, পানি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নানা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে দুটি পৃথক প্রকল্পে মোট ৭০ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের মতো একটি জটিল শরণার্থী সংকট মোকাবেলায় কোনো দেশকে ঋণ দেবার ঘটনা এটাই প্রথম।

বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের ভার বহন করছে উন্নয়নশীল দেশ

সারা বিশ্বে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির ফলে শরণার্থী সৃষ্টি ও তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্য দেশে স্থানান্তরের ঘটনা পৃথিবীতে ক্রমাগত বাড়ছে। এই শরণার্থীদের বেশিরভাগ, অন্তত ৮০% আশ্রয় নিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে সামর্থের অভাব রয়েছে।

যেমন, বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে দশ লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয়ে দেবার সামর্থ এ দেশের নেই। শুধুমাত্র মানবিক কারণে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মহলের অনুরোধে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং সীমিত সামর্থের মধ্যেই নানা সেবা দিচ্ছেন। যদিও, আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো এই সংকট মোকাবেলায় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদের খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানা সেবা দিচ্ছে, তথাপি বাংলাদেশ সরকারের ইতিমধ্যে এ বাবদে ব্যয় কম নয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমানে প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গা শরণার্থী বাবদে ব্যয় হচ্ছে ১.২ বিলিয়ন ডলার (দ্য ডেইলি স্টার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

যদিও বাংলাদেশ কোনোভাবেই এর জন্য দায়ী নয়, এই ব্যয় মেটাবার কথাও তার নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ যারা মানবিক কারণে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

ঋণে জর্জরিত বাংলাদেশকে আবার ঋণ দেয়া হচ্ছে

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশকে এই শরনার্থী সংকট মোকাবেলায় ৭০ কোটি ডলার ঋণ দেবার ঘটনা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। তারা একটি উদাহরণ তৈরি করতে যাচ্ছে, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে শরনার্থীদের আশ্রয় দেয়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকেও তারা সংকট মোকাবেলা ও উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণের লোভ দেখাবে, বা হয়ত, ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। আমরা, ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), এবং সমমনা অন্যান্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ মানবিক কারণে শরনার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মূলত ধনী দেশ ও যারা এর জন্য দায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এজন্য শরণার্থীদের আশ্রয়দাতা উন্নয়নশীল দেখগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদান প্রদান করা উচিত। উল্টো তাদের ঋণ দিয়ে আরো বেশি ঋণগ্রস্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৫৮০ ডলার। এই ঋণ শোধ দিতে জাতীয় বাজেটে অনেক বেশি বরাদ্দ চলে যাচ্ছে। আগামী অর্থবছরে (২০২৪-২৫) ঋণের সুদই দিতে হবে সোয়া লক্ষ কোটি টাকা (প্রথম আলো, ২৯ মে ২০২৪)।

রোহিঙ্গা রেসপন্সে প্রভাবিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অনুদানের বদলে ঋণ অনৈতিক

২০১৭ সালে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নেবার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যাতায়াতের অসুবিধা, জীবনযাপন ব্যয় বৃদ্ধি, খাদ্য ও চিকিৎসা সংকট, শিক্ষা সংস্কৃতি ও নিরাপত্তাসহ সর্বদিক দিয়ে কক্সবাজার জেলার পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় সাত হাজার জেলে মৎসশিকার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়ে দারিদ্রে নিপতিত হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বসবাসরত প্রায় ১৪ হাজার স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের মধ্যে জীবনযাপন করছে। শরনার্থীদের জীবনরক্ষার জন্য তো বটেই, এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য যেখানে অনেক বেশি পরিমাণ অনুদান দরকার, তখন বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ৭০ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করছে। একই সময়ে তারা রোহিঙ্গা মানবিক কর্মসূচির জন্য অনুদান দিলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ প্রদান করছে বাংলাদেশকে। এটি অনৈতিক।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ কমাতে ঋণ

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নগামী। বর্তমানে এটি এতটাই সংকটাপন্ন যে, ঋণ করে হলেও সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বাড়ানোর সুযোগ ছাড়তে পারছে না। বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক সংকট কাজে লাগিয়ে তারা দেশটিকে ঋণ নিতে বাধ্য করছে। এর অর্থ হচ্ছে,

বিশ্বব্যাংক রোহিঙ্গা সংকটের কারণে ঘটিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্দশাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। যা মানবিক সাড়াদানে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর জন্য লজ্জাজনক। বিশ্বব্যাংকের প্রতি আমাদের আহ্বান, ঋণ নয়, এই সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের অনুদান প্রাপ্য।

রোহিঙ্গাদের দায়িত্ব বাংলাদেশের একার নয়, সারা বিশ্বের

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা মানবিক কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। প্রত্যাবাসন পর্যন্ত আমরা তাদের সেবা প্রদান করব।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে একমত হয়েই বলতে চাই, এই দায়িত্ব বাংলাদেশের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালসহ নানা ক্ষমতাশালী সংস্থা রয়েছে, যারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারত। প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত তাদের কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখিনি। সকলের দায়িত্বহীনতার ভার বাংলাদেশসহ শরণার্থী আশ্রয়দাতা উন্নয়নশীল দেশগুলো বহন করবে, তার জন্য ঋণ গ্রহন করবে, এটি অনৈতিক ও উদ্বেগজনক।

শরণার্থী বাড়ছে, এইড কমছে: ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমাতে হবে

সারা বিশ্বে বর্তমানে যুদ্ধ ও সংকট চলছে। শরনার্থী বাড়ছে, জরুরি সেবার প্রয়োজন বাড়ছে। যার ফলে, সারা পৃথিবীর বরাদ্দ মোট মানবিক অনুদানের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে মানবিক কাজে তহবিলের চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে ফারাক ছিল গত এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ, ৩৩.৬ বিলিয়ন ডলার (UN OCHA, 16 Feb 2024)। এই ফারাক গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত বাড়ছে।

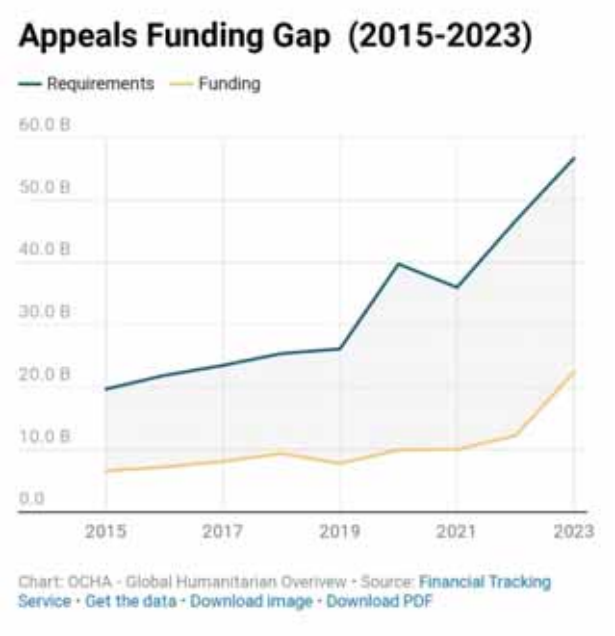

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২০২৩ সালে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর মোট তহবিল আবেদন ছিল ৯১৮ মিলিয়ন ডলার, যার বিপরীতে তহবিল এসেছে মাত্র ২৩০ মিলিয়ন ডলার, যা চাহিদার মাত্র ২৫% (আইএসসিজি, ৩০ জুন ২০২৩)।

মানবিক সহায়তা ও সাড়াপ্রদান কাজে যুক্ত সকল সংস্থাকে এই বৈশ্বিক সংকট বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। যাতে অনুদান হিসেবে আসা সহায়তার সর্বোচ্চ অংশ প্রাপ্য জনগোষ্ঠীর হাতে যায়। কক্সবাজার সিএসও-এজিও ফোরাম (সিসিএনএফ)-এর একটি গবেষণা মতে, প্রাপ্ত সহায়তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ টাকা সরাসরি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হাতে যায়। এটি উদ্বেগজনক।

এইডের উপর চাপ কমাতে আয়বর্ধনমূলক কাজে অনুমতি

রোহিঙ্গা রেসপন্সে তহবিল আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধনমূলক কাজে যুক্ত হবার জন্য অনুমোদন দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে করে, দাতা সংস্থার এইডের উপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এখনই জরুরি

এই দশ লক্ষাধিক শরনার্থীর প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আমরা আন্তর্জাতিক মহলে কারো সত্যিকার উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশের বন্ধু দেশ ভারত, চীন ও রাশিয়ার মিয়ানমারের উপর প্রভাব রয়েছে। তারা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে মিয়ানমারকে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বন্ধুদেশসহ, জাতিসংঘ ও অন্যান্য ক্ষমতাবান দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাই, যত দ্রুত সম্ভব প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে। তা না হলে, বাংলাদেশের জনগণ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে অন্যের দায়িত্বশীলতা পালন করতে গিয়ে।

ঋণ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না, বাড়বে

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে নানা ঋণে জর্জরিত। শরণার্থী সংকটের মতো একটি জটিল সমস্যার সমাধানে ঋণ কোনো সমাধান আনবে না, বরং বাংলাদেশের জন্য সমস্যা আরো বাড়বে।

আমরা বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, এই প্রস্তাবিত ঋণ এখনই বাতিল করতে এবং রোহিঙ্গা সংকটের আশু সমাধানের জন্য প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহন করতে।

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইক্যুইটিবিডি)।
সচিবালয়: বাড়ি ১৩, (মেট্রো মেলোডি), সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা। ইমেইল: info@equitybd.net ওয়েব সাইট: www.equitybd.net